সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য

মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩

Humanitarian Assistance Programme Implementation Guidelines 2012-13

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৯ জুলাই, ২০১২

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ১
২. মানবিক সহায়তার ধরণ ১
৩. মানবিক সহায়তা কর্মসূচির প্রয়োগ এলাকা ১
৪. মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিসমূহ ১
৫. মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়সমূহ ১
৬. দুঃস্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার ২
৭. মানবিক সহায়তা সহায়তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ধরণ, সহায়তার ক্ষেত্র/ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও পরিমাণ ২
৮. মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন কৌশল ও সাংগঠনিক কাঠামো ৬
৮.১ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ৬
৮.২ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কর্ম পরিধি ৬
৮.৩ ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের কর্মপরিধি ৭
৮.৪ জেলা মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন কমিটি ৭
৮.৫ জেলা মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি ৮
৮.৬ উপজেলা মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন কমিটি ৮
৮.৭ উপজেলা মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি ৯
৮.৮ পৌরসভা মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন কমিটি ৯
৮.৯ পৌরসভা মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি ১০
৮.১০ ইউনিয়ন মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন কমিটি ১০
৮.১১ ইউনিয়ন মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি ১১
৮.১২ ওয়ার্ড মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন কমিটি ১১
৮.১৩ ওয়ার্ড মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন কমিটির কর্ম পরিধি ১২
৮.১৪ সিটি করপোরেশন ওয়ার্ড মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি ১২
৮.১৫ সিটি করপোরেশন ওয়ার্ড মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি ১৩
৯. সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়ন ও সহায়তা বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় ১৩
১০. বরাদ্দ ছাড়করণ ১৪
১১. হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ১৪
১২. কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন খরচ ১৪
১৩. পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) ও মূল্যায়ণ ১৪
১৪. তত্ত্বাবধান ১৪
১৫. কর্মসূচির তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণের বিশেষ দায়িত্ব ১৫
১৬. নির্দেশিকা প্রচারণা ১৫
১৭. মাস্টাররোল ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ ১৫
১৮. সুবিধাভোগীদের তথ্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতি ১৫
১৯. সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির প্রতিকার ১৫
২০. নির্দেশিকার যেকান বিষয়ক ব্যাখা ও স্পষ্টীকরণ ক্ষমতা ১৬
২১. নির্দেশিকা সংশোধন ক্ষমতা সংরক্ষণ ১৬
২২. বাতিল/রহিতকরণ ১৬
২৩. সংযুক্তিসমূহ;
সংযুক্তি-১: দুঃস্থ/ অতিদরিদ্র হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার আবেদনপত্র
সংযুক্তি-২: নির্বাচিত অতিদরিদ্র পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক তথ্য ছক
সংযুক্তি-৩: সমন্বিত মাষ্টার রোল ফরম
সংযুক্তি-৪: ত্রৈমাসিক মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ফরমেট

মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩

১। ভূমিকা

দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৩১.৫ ভাগ (বিবিএস, ২০১১) জনগোষ্ঠী দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে যার মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ হতদরিদ্র এবং যারা মূলতঃ কায়িক পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল। দুর্যোগকালিন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময় এবং কৃষি ক্ষেত্রে কর্মহীন সময় (lean period) এ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে তাদের জীবন ও জীবিকা সংরক্ষণের জন্য সরকার এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন প্রকার মানবিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এ সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা পরিপত্র জারী করেছে। এই নির্দেশিকাটি বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত পরিপত্র সমূহের একটি সমন্বিত, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ যা সরকারের জারিকৃত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী, ২০১০ এর আদেশাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২। মানবিক সহায়তার ধরণ

এ নির্দেশিকায় মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে চলমান নিম্নলিখিত সহায়তাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

(ক) দুঃস্থদের খাদ্য সহায়তা (ভি জি এফ)
(খ) নগদ অর্থ সহায়তা (জি আর)
(গ) খাদ্যশস্য সহায়তা (জি আর)
(ঘ) শীতবস্ত্র সহায়তা (জি আর)
(ঙ) ঢেউটিন সহায়তা (জি আর)
(চ) গৃহবাবদ নগদ মঞ্জুরী সহায়তা (টাকা)

উল্লেখ্য, সরকার যদি প্রয়োজনের নিরিখে অন্য কোনরূপ সহায়তা প্রদানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তার জন্য যদি পৃথক কোন নির্দেশমালা জারী করা না হয়, সেক্ষেত্রেও এ নির্দেশিকাই প্রযোজ্য হবে।

৩। মানবিক সহায়তা কর্মসূচির প্রয়োগ এলাকা

নির্দেশিকায় অন্য কোনরূপ নির্দেশনা না থাকলে বাংলাদেশের সকল জেলা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদনের জন্য এ নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।

৪। মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিসমূহ

এ নির্দেশিকায় উল্লেখিত জাতীয় পর্যায়, জেলা/ উপজেলা/ পৌরসভা/ ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড পর্যায়ে মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটিসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে নির্দেশনায় বর্ণিত নিয়ম নীতি অনুসরণে কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে।

৫। মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়সমূহ

এ কর্মসূচির আওতায় সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে:

(ক) স্বাভাবিক অবস্থায় দুঃস্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবারসমূহ
(খ) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগের অব্যবহিত পরে দুর্দশাগ্রস্ত ও অস্বচ্ছল ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠানসমূহ
(গ) সাময়িক খাদ্য সংকটে পতিত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত দরিদ্র সম্প্রদায়
(ঘ) অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীবৃন্দ
(ঙ) ধর্মীয় উৎসব পালনের জন্য বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আহার্য বিষয়াদি।

এছাড়াও প্রয়োজনের নিরিখে/ বিশেষ বিবেচনায় সরকার সহায়তার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করে অন্য যে কোন ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/ জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়কে এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

৬। দুঃস্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার

নিম্নোক্ত শর্তাবলীর মধ্যে কমপক্ষে ৪টি শর্ত পূরণকারী ব্যক্তি/পরিবার এ মানবিক সহায়তা কর্মসূচীসমূহের আওতায় দুঃস্থ/অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার হিসেবে গণ্য হবে:

১. যে পরিবারের মালিকানায় কোন জমি নেই বা ভিটাবাড়ি ছাড়া কোন জমি নেই।
২. যে পরিবার দিনমজুরের আয়ের উপর নির্ভরশীল।
৩. যে পরিবার মহিলা শ্রমিকের আয় বা ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল।
৪. যে পরিবারে উপার্জনক্ষম পূর্ণ বয়স্ক কোন পুরুষ সদস্য নেই এবং পরিবারটি অস্বচ্ছল।
৫. যে পরিবারে স্কুলগামী শিশুকে উপার্জনের জন্য কাজ করতে হয়।
৬. যে পরিবারে উপার্জনশীল কোন সম্পদ নেই।
৭. যে পরিবারের প্রধান স্বামী পরিত্যক্তা, বিচ্ছিন্ন বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং পরিবারটি অস্বচ্ছল।
৮. যে পরিবারের প্রধান অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা,
৯. যে পরিবারের প্রধান অস্বচ্ছল ও অক্ষম প্রতিবন্ধি।
১০. যে পরিবার কোন ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্ত হয়নি।
১১. যে পরিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে চরম খাদ্য/অর্থ সংকটে পড়েছে।
১২. যে পরিবারে সদস্যরা বছরের অধিকাংশ সময় দু'বেলা খাবার পায় না।

৭। মানবিক সহায়তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ধরণ, সহায়তার ক্ষেত্র/ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও সময়/পরিমাণ

কর্মসূচিভেদে মানবিক সহায়তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী, সহায়তার ধরণ, সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্যতা ও পরিমাণ নিম্নরূপ হবে:

(ক) দুঃস্থদের খাদ্য সহায়তা (ভি জি এফ)

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য	সহায়তার ধরণ	সহায়তার ক্ষেত্র/ প্রাপ্তির যোগ্যতা	সময়/পরিমাণ
দুঃস্থ ও অতি দরিদ্র জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা।	খাদ্যসামগ্রী (চাল/গম)	দুঃস্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার যারা স্বাভাবিকভাবে দু'বেলা খাদ্য যোগাতে পারে না।	পরিবার প্রতি মাসিক ১০-৩০ কেজি, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।
প্রাকৃতিক দুর্যোগে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি/ পরিবার ও দরিদ্র জনসাধারণকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা।	খাদ্যসামগ্রী (চাল/গম)	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবার, যারা চরমভাবে খাদ্য ও অর্থ সংকটে পতিত।	দুঃস্থ /অতিদরিদ্র ব্যক্তি/ পরিবারকে মাসিক ১০-৩০ কেজি। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত/সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।
দারিদ্র্য বিমোচন ও জলবায়ু অভিযোজনে অবদান রাখা।	খাদ্যসামগ্রী (চাল/গম)	কর্মহীন সময়ে (Lean Period) দরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার, যারা কর্মহীনতার জন্য খাদ্য যোগাতে ব্যর্থ।	• পরিবার প্রতি মাসিক ১০-৩০ কেজি, • সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।
বিশেষ পেশায় নিয়োজিত অতিদরিদ্র সম্প্রদায় ও অতিদরিদ্র জনসাধারণের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা।	খাদ্যসামগ্রী (চাল/গম)	বিশেষ পেশায় নিয়োজিত অতিদরিদ্র ব্যক্তি/ সম্প্রদায়, যাদেরকে জনস্বার্থে পেশাগত কর্ম হতে বিরত রাখা হয়।	• পরিবার প্রতি মাসিক ১০-৩০ কেজি • জনস্বার্থে বিশেষ পেশাগত কর্ম হতে বিরত রাখাকালিন /সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।

দুঃস্থ ও শিশুদের মধ্যে পুষ্টি অবনতি রোধের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা।	খাদ্যসামগ্রী (চাল/গম)	অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকা প্রাথমিক স্তরের শিশু শিক্ষার্থীবৃন্দ।	• শিক্ষার্থীপ্রতি দৈনিক ৫০ গ্রাম সয়া প্রোটিন অথবা ১০০ গ্রাম সয়া দুধ অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন খাদ্য। • প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা গ্রহণকালিন অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।

(খ) নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর)

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য	সহায়তার ধরণ	সহায়তার ক্ষেত্র/ প্রাপ্তির যোগ্যতা	সময়/পরিমাণ
• দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার অথবা দুর্যোগে/ দুর্ঘটনায় আহত/নিহত ব্যক্তির অস্বচ্ছল পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে নগদ সাহায্য প্রদান।	নগদ অর্থ এবং বিশেষ বিবেচনায় জীবন ধারণের জন্য জরুরী সামগ্রী (নগদ অর্থ দিয়ে ডাল, তৈল, লবণ, মশলা, দিয়াশলাই, মোমবাতি, বিশুদ্ধ পানি, জ্বালানি কাঠ, চিড়া, গুড়, বিস্কুট ইত্যাদি ক্রয় করে)	• দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় আহত বা মৃত ব্যক্তির অস্বচ্ছল পরিবার, মৃত ব্যক্তির দাফন/ সৎকার বা আহত ব্যক্তির চিকিৎসা করাতে অর্থ সংকটে পতিত বা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, যারা চরম অর্থ সংকটে পতিত • দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/ পরিবার, যাদের জীবনধারণে তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী প্রয়োজন ।	• মৃত ব্যক্তির পরিবার প্রতি সর্বনিম্ন ১০,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা। • আহত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা। • প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ৭,৫০০ টাকা। • সরকার বা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত ত্রাণ সামগ্রীর প্যাকেজ পরিমাণ।
• প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/এতিমখানা/মসজিদ/মন্দির/প্যাগোড়া/কিয়াং/ পাঠাগার ও অন্যান্য নিবন্ধিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংস্কার/ মেরামত কাজে সহায়তা ।	নগদ অর্থ	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অস্বচ্ছল স্কুল/কলেজ/ মাদ্রাসা /এতিমখানা/ মসজিদ/ মন্দির/ প্যাগোড়া/কিয়াং/ পাঠাগার ও অন্যান্য নিবন্ধিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেসবের সংস্কার/মেরামত করা অত্যন্ত জরুরী বলে গণ্য।	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানপ্রতি সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা (তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির গুরুত্ব বিবেচনায় খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার অনুকূলে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা)।
• গৃহ নির্মাণের জন্য ঢেউটিন সহায়তার পরিপূরক হিসেবে নগদ অর্থ সহায়তা।	নগদ অর্থ	যে সব ব্যক্তি/ পরিবারকে জিআর ঢেউটিন দেয়া হয়েছে- সে সব ব্যক্তি/ পরিবার (গৃহ নির্মাণের জন্য) ।	• গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতি বান্ডিল টিনের সাথে ৩০০০ টাকা করে ১০ বছরে অনধিক একবার।

(গ) খাদ্যশস্য সহায়তা (জি আর)

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য	সহায়তার ধরণ	সহায়তার ক্ষেত্র/ প্রাপ্তির যোগ্যতা	সময়/পরিমাণ
• বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অসহায় ব্যক্তি/ পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্য সাহায্য ।	• খাদ্যসামগ্রী (চাল/গম)	• বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দুঃস্থ ও অস্বচ্ছল ব্যক্তি/পরিবার।	• ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রতি এককালিন ১০- ৩০ কেজি
• প্রাকৃতিক/ মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় নিহত/আহত ব্যক্তির অস্বচ্ছল পরিবারকে বিশেষ বিবেচনায় খাদ্য সহায়তা প্রদান।	• খাদ্যসামগ্রী (চাল/গম)	• দুর্যোগে আহত বা মৃত ব্যক্তির অস্বচ্ছল পরিবার	• পরিবার প্রতি বিশেষ বিবেচনায় সর্বোচ্চ ২০০ কেজি (মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে)।
• সরকারী/বেসরকারী এতিমখানা /লিল্লাহবোর্ডিং /শিশুসদন/অনাথ আশ্রম/ মুসাফিরখানা/বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আগতদের আহার্য বাবদ সহায়তা প্রদান।	• খাদ্যসামগ্রী (চাল/গম)	• বিভিন্ন সরকারী/ বেসরকারী এতিমখানা/ লিল্লাহবোর্ডিং/ শিশুসদন/ অনাথ আশ্রম/ মুসাফিরখানা পরিচালনা	• বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫ মে. টন • এককালিন অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিভাজন অনুযায়ী।
		• বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান (ইছালে ছাওয়াব, ওরশ মাহফিল, নামযজ্ঞ, কঠিন চিবরদান ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি) আয়োজন (আগতদের আহার্য বাবদ)।	• বার্ষিক সর্বোচ্চ ৩ মে. টন, • এককালিন অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিভাজন অনুযায়ী।

(ঘ) শীতবস্ত্র সহায়তা (জি আর)

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য	সহায়তার ধরণ	সহায়তার ক্ষেত্র/ প্রাপ্তির যোগ্যতা	সময়/পরিমাণ
অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শৈত্য প্রবাহ থেকে/ শীতের কষ্ট হতে রক্ষা করা।	কম্বল/ চাদর/ সুয়েটার/ জ্যাকেট/ গরম টুপি/ মাফলার ও অন্যান্য শীতবস্ত্র	সাধারণভাবে দুঃস্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি, পরিবার যারা প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র কিনতে পারে না এবং শীত প্রধান এলাকার শীতার্ত ব্যক্তি/পরিবার, যাদের পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র নেই (তবে গত ৫ বছরে সরকার থেকে যেসব ব্যক্তি/পরিবার কম্বল/ চাদর গ্রহণ করেছে তারা কম্বল/ চাদর প্রাপ্তির জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবে)।	• প্রতি ৫ বছরে ১ বার অথবা সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কম্বল/চাদরের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ে ১টি এবং পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ২টি, অন্যান্য শীতবস্ত্র ব্যক্তি পর্যায়ে ১টি এবং পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ৩টি।

(ঙ) ঢেউটিন সহায়তা (জি আর)

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য	সহায়তার ধরণ	সহায়তার ক্ষেত্র/ প্রাপ্তির যোগ্যতা	সময়/পরিমাণ
• দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা,অসহায় প্রতিবন্ধি অথবা অতিদরিদ্র/দুস্থ ব্যক্তির গৃহ নির্মাণ/ পূনর্নির্মাণে সহায়তা করা ।	• ঢেউটিন বা সি আই সীট	• দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা,অসহায় প্রতিবন্ধি অথবা অতিদরিদ্র/দুস্থ ব্যক্তি যাদের গৃহ নির্মাণ/ পূনর্নির্মাণে সহায়তা প্রয়োজন	• পরিবারপ্রতি পূনঃনির্মাণে সর্বোচ্চ ২ বান্ডিল, নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩ বান্ডিল • ১০ বছরে ১ বার অথবা সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।
• কালবৈশাখী/ঘূর্ণিঝড়/টর্ণেডো/ অগ্নিকান্ড ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত অস্বচ্ছল পরিবারের বাস গৃহের /স্ব-নির্মিত দোকানের ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মেরামত/ পুনঃনির্মাণে সহায়তা।	• ঢেউটিন বা সি আই সীট	• অস্বচ্ছল পরিবার যাদের বাসগৃহ /স্ব-নির্মিত দোকান ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কালবৈশাখী/ ঘূর্ণিঝড়/ টর্ণেডো/ অগ্নিকান্ড /বন্যা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত	• আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বাসগৃহ /স্ব-নির্মিত দোকান ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মেরামতে সর্বোচ্চ ২ বান্ডিল এবং সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাসগৃহ /স্ব-নির্মিত দোকান ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মেরামতে সর্বোচ্চ ৩ বান্ডিল এবং মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বিবেচনায় সর্বোচ্চ ৫ বান্ডিল, • ১০ বছরে ১ বার অথবা সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।
• বিশেষ বিবেচনায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান যেমন, স্কুল/কলেজ/ মাদ্রাসা/ এতিমখানা/ মসজিদ/ মন্দির/গির্জা/প্যাগোড়া/ কিয়াং /পাঠাগার ও অন্যান্য নিবন্ধিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানে গৃহ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণে সহায়তা করা।	• ঢেউটিন বা সি আই সীট	• বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অস্বচ্ছল প্রতিষ্ঠান যেমন, স্কুল/কলেজ/ মাদ্রাসা/ এতিমখানা/ মসজিদ/ মন্দির/গির্জা/প্যাগোড়া/ কিয়াং /পাঠাগার ও অন্যান্য নিবন্ধিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান	• প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ ১৫ বান্ডিল, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ ৭ বান্ডিল এবং বিশেষ বিবেচনায় সর্বোচ্চ ১৫ বান্ডিল • ১০ বছরে ১বার অথবা সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

(চ) গৃহবাবদ নগদ মঞ্জুরী সহায়তা (টাকা)

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য	সহায়তার ধরণ	সহায়তার ক্ষেত্র/ প্রাপ্তির যোগ্যতা	সময়/পরিমাণ
• দুর্যোগে সম্পূর্ণ /আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ঘর বাড়ী, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন, স্কুল/কলেজ/ মাদ্রাসা/ এতিমখানা/ মসজিদ/ মন্দির/ গির্জা/প্যাগোড়া/কিয়াং/ পাঠাগার ও অন্যান্য নিবন্ধিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ/মেরামতের জন্য নগদ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।	নগদ অর্থ	দরিদ্র ও দুঃস্থ পরিবার বা ব্যক্তি যার বাসগৃহ দুর্যোগের কারণে সম্পূর্ণ/আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্যোগে সম্পূর্ণ/ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত অস্বচ্ছল শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন, স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসা/ এতিমখানা/ মসজিদ/ মন্দির/ গির্জা/ প্যাগোড়া/কিয়াং/ পাঠাগার ও অন্যান্য নিবন্ধিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেসবের নির্মাণ/মেরামতের জন্য নগদ আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন ।	দুর্যোগে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ঘর বাড়ীর ক্ষেত্রে পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা, সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘর বাড়ীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা (তবে ক্ষয়ক্ষতির গুরুত্ব বিবেচনায় খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ টাকা)। ১০ বছরে ১বার অথবা সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

তবে সরকার বিশেষ বিবেচনায় খাদ্যশস্য সহায়তার পরিমাণ কম-বেশি করতে পারবে।

৮। মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন কৌশল ও সাংগঠনিক কাঠামো

মানবিক সহায়তা কর্মসূচিসমূহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের অধীনে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হবে। কর্মসূচিসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী সমুন্নত রেখে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত জাতীয় পর্যায়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে বর্ণিত জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের আদলে গঠিত জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন কমিটিসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে অত্র নির্দেশনায় বর্ণিত নিয়ম নীতি অনুসরণে কর্মসূচি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে। এছাড়া গ্রাম পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক পৌরসভা ও ইউনিয়নে বর্তমানে বিদ্যমান তিনটি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত প্রত্যেক সংরক্ষিত মহিলা আসনের আওতাভুক্ত এলাকাসমূহের জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক কমিটি গঠন করা হবে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের কর্মপরিধিসহ ও কমিটিসমূহের কাঠামো ও কর্মপরিধি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

৮.১। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি

১. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ	-	সভাপতি
২. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি	(মহাপরিচালকের নীচে নন)	সদস্য
৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	(যুগ্মসচিবের নীচে নন)	সদস্য
৪. অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি	(ঐ)	সদস্য
৫. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	(ঐ)	সদস্য
৬. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	(ঐ)	সদস্য
৭. স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি	(ঐ)	সদস্য
৮. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিনিধি	(ঐ)	সদস্য
৯. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	(ঐ)	সদস্য
১০. খাদ্য বিভাগের প্রতিনিধি	(ঐ)	সদস্য
১১. মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	-	সদস্য
১২. জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, সিডিএমপি	-	সদস্য
১৩. অতিরিক্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ	-	সদস্য
১৪. মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর	-	সদস্য
১৫. যুগ্ম সচিব (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ		সদস্য-সচিব

উল্লেখ্য, অর্ধেকের বেশি সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে এবং কমিটির সভাপতি প্রয়োজনে আরো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

৮.২। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কর্ম পরিধি

(ক) কার্যক্রমের সার্বিক নীতি নির্ধারণ;
(খ) জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয় সাধন;
(গ) পরামর্শ ও নির্দেশনা দান;
(ঘ) কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
(ঙ) বছরে ন্যূনতম ২টি সভায় মিলিত হওয়া।